বিএনপির নেতাদের প্রথম ও শেষ ঠিকানা বাংলাদেশ: তারেক রহমান

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

ঠাকুরগাঁওয়ে নির্বাচনী জনসভায় বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বলেছেন, খালেদা জিয়া বলতেন, বাংলাদেশ ছাড়া তার আর কোনও ঠিকানা নেই। বিএনপির প্রতিটি নেতারও বিশ্বাস, বাংলাদেশই তাদের প্রথম ও শেষ ঠিকানা।

তিনি জানান, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই ভোট শুধুই জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের নয়, দেশের পুনর্গঠনেরও নির্বাচন। মানুষ তাদের অধিকার প্রয়োগ করবে, যা দীর্ঘদিন ধরে তারা বঞ্চিত ছিল।

নারীদের ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে তারেক রহমান বলেন, নারীকে কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত না করলে দেশ এগোতে পারবে না। খালেদা জিয়া বিনামূল্যে নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। বিএনপি নারীদের স্বাবলম্বী করতে চায়। প্রত্যেক নারীকে ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষি কার্ড পৌঁছে দেওয়া হবে, যা ঋণ গ্রহণ সহজ করবে। ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ করা হবে, এবং এনজিও থেকে নেওয়া ক্ষুদ্র ঋণ সরকারের মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে।

তিনি উল্লেখ করেন, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় কৃষনির্ভর এলাকা। কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো ছাড়াও এই অঞ্চলে কৃষিনির্ভর শিল্প গড়ে তোলা হবে, যাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। যুবকদের দক্ষ শ্রমিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ট্রেনিং দেওয়া হবে।

জনগণের চাহিদা অনুযায়ী তারেক রহমান বলেন, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁওয়ে চিনিকল ও তাঁত শিল্প প্রতিষ্ঠা করা হবে। নতুন ক্যাডেট কলেজ খোলা হবে এবং সমগ্র এলাকায় হিমাগার নির্মাণ করা হবে। তিনি মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুও দিয়েছেন।

নির্বাচনী জনসভায় তারেক রহমান বলেন, এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে কথা বললে জনগণের কোনও লাভ হবে না। জনগণ জানতে চায়, আমরা মানুষের জন্য কি করবো। তাই বিএনপি তাদের পরিকল্পনা তুলে ধরছে। দেশের পুনর্গঠন করতে জনগণের সহযোগিতা অপরিহার্য।

তিনি আরও বলেন, ২৪ সালে অভ্যুত্থান করে দেশকে রক্ষা করা হয়েছিল। এখন দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় যেমন ধর্ম নির্বিশেষে সবাই একত্রিত হয়েছিল, ২৪ সালে ও তাই হয়েছিল। এই দেশে হাজার বছর ধরে সব ধর্মের মানুষ শান্তিতে বসবাস করেছে, আগামীতেও থাকবে। ধর্মের ভিত্তিতে কাউকে বিচার করা হবে না। বিএনপি ক্ষমতায় এলে ঠাকুরগাঁও এয়ারপোর্ট দ্রুত চালু করা হবে বলে জানিয়েছেন তারেক রহমান।